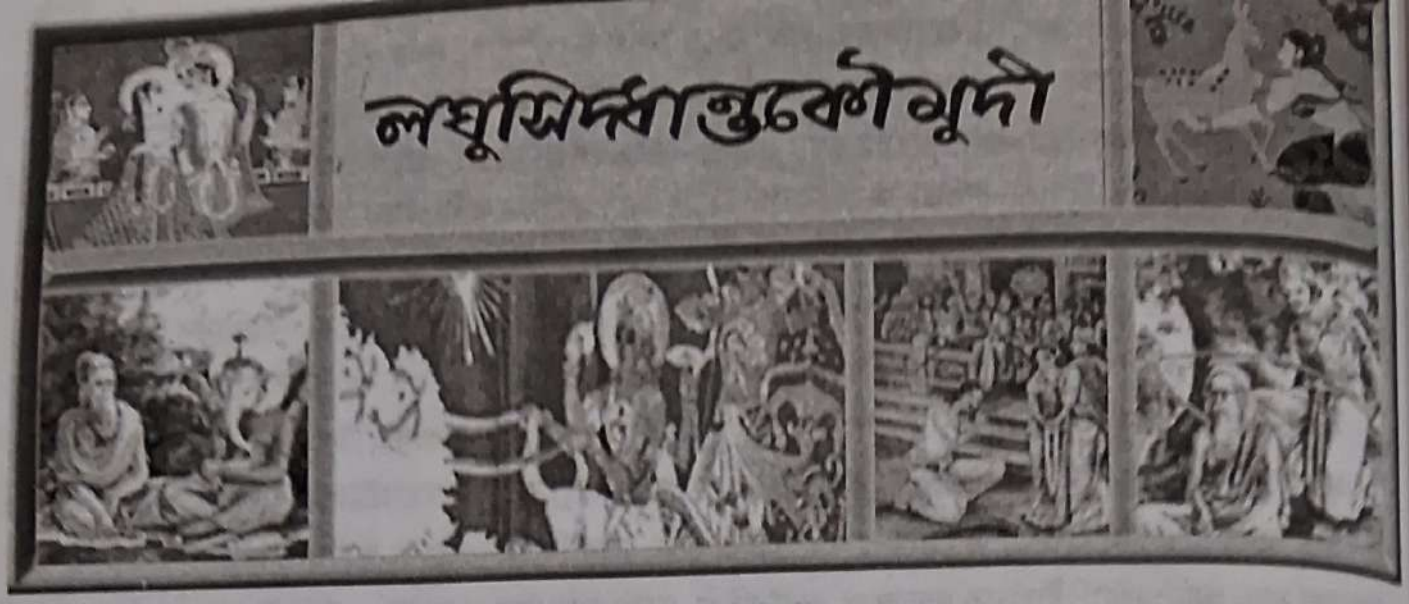

প্রত্যাহার সূত্র

প্রতিটির মান ১/২

ব্যাকরণ পাঠ শিক্ষা করতে গেলে প্রথমেই বর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন। পাণিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে চোদ্দটি সূত্রের দ্বারা বর্ণের নামগুলি বলেছেন। এই বর্ণসমূহকে **অক্ষরসমাম্নায়** বা **বর্ণসমাম্নায়** বা **শিবসূত্র** বা **মাহেশ্বর** সূত্র বলে।

এই চোদ্দটি সূত্র হল —

সূত্র	বর্ণ
(১) অ ই উ ণ্	(অ, উ, উ)
(২) ঋ ৯ ক্	(ঋ, ৯)
(৩) এ ও ঙ্ (এ, ও)	
(৪) ঐ ঔ চ্ (এ, ঔ)	
(৫) হ য ব র ট্	(হ, য, ব, র)
(৬) ল ণ্ (ল)	
(৭) ঞ ম ঙ ণ ন ম্	(ঞ, ম, ঙ, ণ, ন)
(৮) ঝ ভ ঞ্	(ঝ, ভ)
(৯) ঘ ঢ ধ ষ্	(ঘ, ঢ, ধ)
(১০) জ ব গ ড দ শ্	(জ, ব, গ, ড, দ)
(১১) খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্	(খ, ফ, ছ, ঠ, থ, চ, ট, ত)
(১২) ক প য়্	(ক, প)
(১৩) শ ষ স র্	(শ, ষ, স)
(১৪) হ ল্	(হ)

প্রত্যাহার — প্রত্যেক সূত্রের শেষে যে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি আছে তার লোপ হয়। এই লোপকে **ইৎ** বলে। আপাতদৃষ্টিতে তারা অতিরিক্ত ও নিষ্ফল বলা হলেও এই 'ইৎ' বর্ণের সাহায্যে এক-একটি করে নতুন সংজ্ঞা করা হয়। তাদের নাম **প্রত্যাহার**। সূত্রের অন্তর্গত একটি বর্ণ থেকে একটি 'ইৎ' বর্ণ পর্যন্ত যেসব বর্ণ একত্র করা হয়

তারা প্রত্যাহার। যেমন— 'অণ্' বলতে অ, ই এবং উ বোঝায়। এগুলিকে বলে প্রত্যাহার। পাণিনি সূত্রে মোট ৪১টি প্রত্যাহার ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ —

প্রত্যাহার	বর্ণ
অক্	অ, ই, উ, ঋ, ঌ
অণ্	অ, ই, উ, + হ, য, ব, র
অট্	সব স্বরবর্ণ + হ, য, ব, র
জশ্	বর্গের তৃতীয় বর্ণ
চর্	চ, ট, ত, ক, প, শ, য, স
খয্	বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ
অচ্	সমস্ত স্বরবর্ণ

পরিভাষা

প্রতিটির মান ১/২

(১) **প্রকৃতি** — যে-কোনো শব্দের মূল রূপকে বলে প্রকৃতি। প্রকৃতি দুই প্রকার — (ক) ধাতু এবং (খ) প্রাতিপদিক।

(ক) **ধাতু** — ক্রিয়ার যে মৌলিক প্রকৃতি, তাকে ধাতু বলে। যেমন — ভূ, গম্ প্রভৃতি।

(খ) **প্রাতিপদিক** — অর্থবিশিষ্ট বিভক্তিহীন শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন — সূর্য, লতা প্রভৃতি। নিপাত শব্দের অর্থ না-থাকলেও প্রাতিপদিক। যেমন — তু, হ, চ, বা প্রভৃতি।

(২) **প্রত্যয়** — প্রকৃতির পর বিশেষ বিশেষ নিয়ম অনুসারে যা যুক্ত হয় তা হল প্রত্যয়। প্রত্যয় পাঁচ প্রকার — ❁ (ক) বিভক্তি, ❁ (খ) কৃৎ, ❁ (গ) তদ্ধিত, ❁ (ঘ) স্ত্রী প্রত্যয় এবং ❁ (ঙ) ধাত্ববয়ব।

(ক) **বিভক্তি** — ধাতুর সঙ্গে তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি এবং প্রাতিপদিকের সঙ্গে সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি যেসব প্রত্যয় বা চিহ্ন যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন — ভূ + তি = ভবতি, নর + সু = নরঃ।

(খ) **কৃৎ** — ধাতুর উত্তর তব্য, অনীয়, শতৃ, শানচ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের কৃৎ বলা হয়।

(গ) **তদ্ধিত** — প্রাতিপদিকের (শব্দের) উত্তর আপ্, ঈপ্ প্রভৃতি যেসব প্রত্যয় হয় তাদের তদ্ধিত বলে। যেমন — রঘু + অণু = রাঘব।

(ঘ) **স্ত্রী প্রত্যয়** — স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাতে শব্দের উত্তর আ, ঈ প্রভৃতি যেসব প্রত্যয় হয় তাদের স্ত্রী প্রত্যয় বলে। যেমন — দেব + ঈপ্ = দেবী।

(ঙ) **ধাত্ববয়ব** — ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ প্রভৃতি এবং প্রাতিপদিকের উত্তর য, কাম্যচ্ প্রভৃতি যেসব প্রত্যয় হয়, তাদের ধাত্ববয়ব বলে। যেমন — পঠ্ + ণিচ্ = পাঠি, যশস্ + কাম্যচ্ = যশস্কাম্য।

(৩) **শব্দ** — অর্থযুক্ত ধ্বনি হল শব্দ।

(৪) **পদ** — **সুপ্ তিঙন্তং পদম্** — প্রাতিপদিক সুপ্ বিভক্তিযুক্ত এবং ধাতু তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত হলে পদে পরিণত হয়। সুবন্ত পদ — নরঃ, তিঙন্ত পদ — ভবতি।

(৫) **আদেশ** — প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যে রূপ পরিবর্তন ঘটে, তাকে আদেশ বলে। স্থা স্থানে তিষ্ঠ, বৃদ্ধ স্থানে জ্য।

(৬) **আগম** — কোনো কিছুর সঙ্গে যার অবস্থান হবে সে হয় আগম। যেমন — বন + পতি = স্ আগমে হল বনস্পতি।

(৭) গুণ — অদেঙ্ গুণঃ — ই, ঈ, স্থানে এ, উ, ঊ স্থানে ও, ঋ, ৠ স্থানে অর্, ঌ-স্থানে অল্ হয়।

(৮) বৃদ্ধি — বৃদ্ধিরাদৈচ্, অ স্থানে আ, ই, ঈ ; এ স্থানে ঐ, উ, ঊ ; ও স্থানে ঔ, ঋ ; ৠ স্থানে আর্ এবং ঌ স্থানে আল্ হয়।

(৯) সম্প্রসারণ — য্, ব্, র্, ল্ স্থানে যথাক্রমে ই, উ, ঋ, ঌ হওয়াকে সম্প্রসারণ বলে।

(১০) সবর্ণ — তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ — যাদের তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান ও স্পৃষ্টত্ব প্রভৃতি প্রযত্ন সমান, তাদেরকে সবর্ণ বলে। যেমন — অ, আ; ক, খ, গ প্রভৃতি।

(১১) উপসর্গ — ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ থাকলে প্র প্রভৃতিকে উপসর্গ বলে।

(১২) গতি — ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ থাকলে প্র প্রভৃতি ও অন্য বহু অব্যয়ের গতি সংজ্ঞা হয়।

(১৩) উপধা — অন্ত্যবর্ণের পূর্ব বর্ণকে উপধা বলে। দেব শব্দের ব্ উপধা।

(১৪) টি — শব্দের সর্বশেষ স্বরবর্ণ এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে একসঙ্গে টি বলে। নরান্ শব্দের 'আন্' টি।

(১৫) কৃত্য — তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্ এবং কেলিম — এই ছয়টি কৃৎ প্রত্যয়কে কৃত্য প্রত্যয় বলে।

(১৬) নিষ্ঠা — ক্ত, ক্তবতু প্রত্যয়কে নিষ্ঠা বলে।

(১৭) নিত্য — ব্যাকরণে যেসব নিয়মে কোনো ব্যতিক্রম বা বিকল্প নেই, তাকে বলে নিত্য।

(১৮) বিভাষা — ন বেতি বিভাষা — হতেও পারে, না-হতেও পারে কিংবা যে-কোনো একটি হতে পারে বোঝালে বলা হয় বিভাষা।

(১৯) নিপাতন — ব্যাকরণে উল্লিখিত সূত্রাবলির দ্বারা যার শুদ্ধতা সিদ্ধ করা যায় না, অথচ যা শুদ্ধ বলে পূর্ব থেকে প্রচলিত, তার নাম নিপাতন সিদ্ধ।

(২০) ইৎ — কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে বর্ণ প্রযুক্ত হয়েও কার্যকালে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার নাম ইৎ।

(২১) নদী — দীর্ঘ ঈ-কারান্ত ও দীর্ঘ ঊ-কারান্ত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে নদী বলে। যেমন — কালী, বধূ।

(২২) প্রগৃহ্য — ঈ-কারান্ত , ঊ-কারান্ত, এ-কারান্ত দ্বিবচনান্ত পদ এবং অঙ্ ভিন্ন একস্বর অব্যয়, ও-কারান্ত অব্যয় প্রগৃহ্য।

(২৩) ঘ — তরপ্ তমপৌ ঘঃ — তরপ্, তমপ্ প্রত্যয়কে ঘ বলে।

(২৪) ঘি — অ-নদী সংজ্ঞক ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত শব্দ ঘি সংজ্ঞা প্রাপ্ত। কিন্তু সখি শব্দ নয়।

(২৫) নিপাত — চ, তু, হ, বা, ন, এবম্ তা ছাড়া প্র পরা কুড়িটি শব্দ — যা সাধারণ নয় বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত না-হলে তারা নিপাত। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন — যে শব্দগুলি নানা অর্থে নিপতিত হয়, তারাই নিপাত। "উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ।"

(২৬) ৎ এবং কার — কোনো হ্রস্বস্বর অথবা দীর্ঘস্বরের পর 'ৎ' অথবা 'কার' যোগ করলে সেই হ্রস্ব বা দীর্ঘস্বরটিকেই বোঝায়। যেমন — অৎ — 'অ', আ-কার 'আ'।

(২৭) অব্যয় — নিপাত এবং স্বর্, অন্তর্, প্রাতর্ প্রভৃতি শব্দকে অব্যয় বলে। এদের কোনো সময়ে পরিবর্তন নেই, "যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্।"

(২৮) কৃদন্ত শব্দ — ধাতুর উত্তর ঘঞ্, অল্, তব্য ও অনীয় প্রভৃতি কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যেসব শব্দ উৎপন্ন হয়, তাকে কৃদন্ত শব্দ বলে। যেমন — কর্তব্য, দর্শনীয় প্রভৃতি।

(২৯) তদ্ধিতান্ত শব্দ — প্রাতিপদিকের উত্তর তা, ত্ব, বৎ, মৎ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যেসব শব্দ উৎপন্ন হয়, তাকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। যেমন — চাণক্য, মানব, দৈত্য প্রভৃতি।

(৩০) স্ত্রী প্রত্যয় — স্ত্রী শব্দ গঠন করতে হলে পুংলিঙ্গ-শব্দের উত্তর আ, ঈ, ঊ-প্রত্যয় যোগ করতে হয়, তাকে স্ত্রী প্রত্যয় বলে।

(৩১) **ভাষিতপুংস্ক বা উক্তপুংস্ক** — যে স্ত্রীলিঙ্গো অথবা ক্লীবলিঙ্গা শব্দ একই অর্থে পুংলিঙ্গোও ব্যবহৃত হয় বা পুংলিঙ্গোর রূপ লাভ করে, তাকে **ভাষিতপুংস্ক বা উক্তপুংস্ক** বলে। যেমন — সাধু, মধুর, শুচি প্রভৃতি।

(৩২) **উপসর্জ্জন** — সাধারণত সমাসের পূর্বপদ ('রাজ'পুরুষ) ও দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যান্ত পদঘটিত প্রাদি তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসের পরপদ (উৎক্রান্তঃ 'বেলাম্' = উদ্‌বেলঃ)-কে **উপসর্জ্জন** বলে।

(৩৩) **সমাসান্ত** — সমাসে টচ্ প্রভৃতি যে বিশেষ প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাদের নাম **সমাসান্ত**। যেমন — মহারাজঃ (টচ্)।

(৩৪) **অভ্যস্ত** — (ক) ধাতুর দ্বিত্ব হলে ওই ধাতুকে বলে অভ্যস্ত ধাতু। সার্ব্বধাতুক প্রত্যয় পরে থাকলে দা, ভী প্রভৃতি হ্বাদিগণীয় ধাতু এবং লিট্, সন্ এবং যঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় পরে থাকলে সকল ধাতুই 'অভ্যস্ত' হয়। (খ) দ্বিত্ব না-হলেও অদাদিগণীয় শাস্, জাগৃ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুও অভ্যস্ত।

(৩৫) **উপপদ** — উপোচ্চারিত পদ অর্থাৎ বাক্যের মধ্যস্থিত নিকটবর্তী পদকে অথবা যার যোগে কোনো বিভক্তি হয় এমন পদকে **উপপদ** বলে। যেমন — (ক) রাজানঃ পরস্পরং সম্প্রহরন্তি, (খ) শিবায় নমঃ, (গ) 'কুম্ভ'কারঃ — উপপদ সমাসের পূর্বপদ উপপদ।

(৩৬) **সার্ব্বধাতুক** — লট্, লোট্, লঙ্ ও লিঙ্ (বিধিলিঙ্) — এই চারটির তিঙ্ বিভক্তি এবং কৃৎ প্রত্যয়ের শ-কারযুক্ত শতৃ ও শানচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়কে সাধারণত **সার্ব্বধাতুক** বলে।

(৩৭) **আর্দ্ধধাতুক** — সার্ব্বধাতুক ছাড়া কৃৎ প্রত্যয়কে সাধারণভাবে **আর্দ্ধধাতুক** বলে।

(৩৮) **লঘু** — হ্রস্বস্বরকে (অ, ই, উ, ঋ, ঌ) **লঘু** বলে।

(৩৯) **গুরু** — দীর্ঘস্বর, সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকলে অথবা অনুস্বার বা বিসর্গযুক্ত হলে হ্রস্বস্বরও **গুরু** হয়।

(৪০) **অক্ষর** — ব্যঞ্জনযুক্ত, অনুস্বারযুক্ত অথবা শুদ্ধ স্বরকে **অক্ষর** বলে।

(৪১) **অচ্** — স্বরবর্ণ অচ্ নামে অভিহিত হয়।

(৪২) **হল্** — ব্যঞ্জনবর্ণ হল্ নামে অভিহিত হয়।

(৪৩) **উদাত্ত** — যে সমস্ত বর্ণ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয় তাকে **উদাত্ত** বলে।

(৪৪) **অনুদাত্ত** — যে বর্ণ অনুচ্চ স্থানে উচ্চারিত হয়, তাকে **অনুদাত্ত** বলে।

(৪৫) **স্বরিত** — যে সমস্ত বর্ণ উদাত্ত ও অনুদাত্ত উভয় স্বরের যোগে উচ্চারিত হয় তাকে **স্বরিত স্বর** বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রতিটির মান ৩

প্রশ্ন ১ নীচের পরিভাষাগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দাও।

(১) সংযোগ, (২) অনুনাসিক, (৩) সবর্ণ, (৪) গুণ, (৫) বৃদ্ধি, (৬) উপসর্গ, (৭) টি, (৮) প্রত্যাহার, (৯) ইৎ, (১০) পদ, (১১) সংহিতা, (১২) ধাতু, (১৩) প্রগৃহ্য, (১৪) আম্রেড়িত, (১৫) লোপ, (১৬) নিপাত, (১৭) অনুবৃত্তি, (১৮) স্থানী ও আদেশ, (১৯) প্রাতিপদিক, (২০) সূত্র, (২১) বার্তিক, (২২) ভাষ্য, (২৩) অক্ষর, (২৪) প্রকৃতি, (২৫) প্রত্যয়, (২৬) কর্মপ্রবচনীয়, (২৭) অনুবন্ধ, (২৮) অকথিত, (২৯) অনভিহিত, (৩০) সূত্রের প্রকারভেদ, (৩১) অকথিত ধর্ম, (৩২) অপাদান, (৩৩) করণ, (৩৪) অধিকরণ, (৩৫) আধারের শ্রেণিবিভাগ।

উত্তর

(১) সংযোগ — সন্ধি, সুবন্ত ও তিঙন্ত পদ সাধনের কালে যদি ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যস্থলে কোনো স্বরবর্ণ না-থাকে তবে সেই ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সংযোগ সংজ্ঞা হয়। সূত্রে বলা হয়েছে — "হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ।" যেমন — অগ্নিঃ। এখানে গ্-কার ও ন্-কারের মধ্যে কোনো স্বরবর্ণ না-থাকায় 'গ্ন' — এইরূপ সংযোগ হয়েছে।

(২) অনুনাসিক — "মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ" — সূত্রানুসারে মুখ ও নাসিকা এই উভয়ের দ্বারা উচ্চারিত বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বর্ণ। যেমন — বর্গের পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম্। তা ছাড়া অ, ই, উ, ঋ — এই বর্ণগুলির প্রত্যেকটির ১৮টি প্রকারভেদ হয়ে থাকে। ল্-বর্ণের দীর্ঘ নেই বলে বর্ণের প্রকার আর এচ্ অর্থাৎ এ, ও, ঐ, ঔ-এ বর্ণগুলির হ্রস্ব হয় না-বলে বারো প্রকারের হয়।

(৩) সবর্ণ — "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্"। আস্য অর্থে মুখ তালু প্রভৃতি স্থান এবং প্রযত্ন বলতে আভ্যন্তরপ্রযত্ন বোঝায়। অর্থাৎ সে সব বর্ণের স্থান ও প্রযত্ন পূর্বাপর সমান, তার পূর্বাপর সবর্ণ বা সমান বর্ণ ব্যাখ্যাত হয়। যেমন — অ এবং আ, ক্-এর সবর্ণ খ্। এইভাবে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতির সবর্ণগুলির উচ্চারণস্থান নির্ধারিত হয়েছে।

(৪) গুণ — "আদেঙ্ গুণঃ" অর্থাৎ অ, এ, ও — এই বর্ণগুলির গুণ সংজ্ঞা হয়। গুণ বলতে ঋ, ৠ স্থানে অর্, ঌ-স্থানে অল্, ই, ঈ স্থানে এ, এবং উ, ঊ স্থানে ও বোঝায়। যেমন — উপ + ইন্দ্রঃ = উপেন্দ্রঃ। এখানে "আদ্‌গুণঃ" সূত্রানুসারে অ এবং ই মিলে গুণাদেশ হলে "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্" — অনুসারে সবর্ণ গুণবর্ণের আদেশ হলে, অ-এ-ও-এর মধ্যে 'এ'-এর আদেশ হয়। ফলে উপ + ইন্দ্রঃ > উপ্‌এন্দ্রঃ > উপেন্দ্রঃ সিদ্ধ হয়।

(৫) বৃদ্ধি — "বৃদ্ধিরাদৈচ্" — এই সূত্রানুসারে আ, ঐ, ঔ — এই তিনটির বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয়। বৃদ্ধি হলে অ স্থানে আ, ই, ঈ, এ স্থানে ঐ, উ, ঊ, ও স্থানে ঔ, ঋ, ৠ স্থানে আর্, ঌ স্থানে আল্ হয়। যেমন — কৃষ্ণ + একত্বম্ = কৃষ্ণৈকত্বম্। এখানে "বৃদ্ধিরেচি" সূত্রানুসারে এচ্ (এ, ও, ঐ অথবা ঔ) পরে থাকলে পূর্ববর্ণ ও পরবর্ণ উভয়ে মিলে বৃদ্ধি (আ, ঐ অথবা ঔ-এর মধ্যে যেটি সদৃশতম সেটি) একাদেশ হয়। কৃষ্ণ + একত্বম্ > কৃষ্ণ অ একত্বম্ > কৃষ্ণ ঐ (অ + ই = সদৃশতম বৃদ্ধি ঐ) কত্বম্ = কৃষ্ণৈকত্বম্ সিদ্ধ হয়।

(৬) উপসর্গ — "তে প্রাগ্‌ধাতোঃ" ১/৪/৮০ — এই সূত্রে বলা হয়েছে গতি ও উপসর্গগুলি ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয়। প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, দুস্ দুর্, বি আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, উপ — এই বাইশটি নিপাত যদি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রযুক্ত হয়, তবে উপসর্গ সংজ্ঞা হয়। 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে'। প্র প্রভৃতি উপসর্গ সংজ্ঞা করার জন্য ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থও ষত্ব ও ণত্ব বিধান হয়। যেমন — গচ্ছতি (যায়), কিন্তু আগচ্ছতি (আসে)।

(৭) টি — "অচোঽন্ত্যাদি টি" — কোনো শব্দের অন্তর্গত স্বরবর্ণগুলির মধ্যে যেটি শেষ স্বরবর্ণ, তাকে দিয়ে শুরু করে যে বর্ণসমষ্টি তাকে টি সংজ্ঞক বলে। যেমন — 'রাম' শব্দের 'অ' কার 'টি' সংজ্ঞক, কিন্তু 'মনস্' শব্দের 'অস্' 'টি' সংজ্ঞক। "শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্" বার্তিক অনুসারে শকন্ধু প্রভৃতি গণপঠিত শব্দের বিষয়ে পূর্বপদের 'টি' এবং উত্তরপদের আদি অবয়বের 'অচ্' (স্বরবর্ণ)-এর স্থানে পররূপ একাদেশ হয়। যেমন — মনস্ + ঈষা = মন্ অস্ ঈষা > মন্‌ঈষা > মনীষা। এখানে অস্ হল টি।

(৮) প্রত্যাহার — আচার্য পাণিনির "আদিরন্তেন সহেতা" ১/১/৭১ — সূত্রানুসারে যে সংজ্ঞা হয়, তাকে প্রত্যাহার বলে। প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তে বর্ণা অনেন ইতি প্রত্যাহারঃ। সুতরাং, প্রত্যাহার শব্দের অর্থ বর্ণসংক্ষেপ। তবে তা "আদিরন্ত্যেন" সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপ বুঝতে হবে। যেমন 'অণ্' প্রত্যাহার। প্রথম শিবসূত্র অ, ই, উ, ণ্-এর অন্ত্য ইৎ সংজ্ঞক বর্ণ ণ্-এর সঙ্গে উচ্চার্যমান আদি 'অ' মধ্যস্থিত 'ই' এবং 'উ' বর্ণের এবং তার নিজের (অ-বর্ণের) সংজ্ঞা হয়।

(৯) ইৎ — "উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ" — সূত্রানুযায়ী পাণিনি সম্প্রদায়ভুক্ত বৈয়াকরণদের দ্বারা উচ্চারিত যেসব স্বরবর্ণ অনুনাসিক, তাদের ইৎ সংজ্ঞা হয়। অজ্ঞাত স্ব স্ব রূপকে বুঝিয়ে দেয় যে উচ্চারণ তাই সহজ ভাষায় উপদেশ বলে। এই নিয়মানুসারে লণ্ এই মাহেশ্বরসূত্রে ল্-এর সঙ্গে উচ্চারিত যে অ, তার ইৎ সংজ্ঞা হয়। "আদিরন্তেন সহেতা" দ্বারা হযবরট্ এর র্ থেকে শুরু করে লণ্-এর 'অ' পর্যন্ত 'র' প্রত্যাহার গঠিত, যার অর্থ র্ ও ল্।

(১০) পদ — "সুপ্‌তিঙন্তং পদম্"— সূত্রানুসারে সু ঔ জস্ প্রভৃতি একুশটি (২১)-কে সুপ্ বলে। তি তস্ অন্তি প্রভৃতি একশত আশিটিকে তিঙ্ বলে। সুপ্ বিভক্তিযুক্ত শব্দ এবং তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত ধাতুর পদ সংজ্ঞা হয়।

যেমন — ভানু + সু = ভানুঃ — সু যোগ হওয়ায় এটি একটি সুবন্তপদ। √গম্ + লট্ তি (তিপ্) = গচ্ছতি — এটি একটি তিঙন্ত পদ।

(১১) সংহিতা — "পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা" — এই সংজ্ঞা সূত্রে পরঃ — অত্যধিক, সন্নিকর্ষঃ — সমীপ্য, সংহিতা — সন্ধি। একাধিক বর্ণের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকাকে সংহিতা বলে। দুটি বর্ণের উচ্চারণের মধ্যে অর্ধমাত্রা কালের, অর্থাৎ আধ সেকেন্ডের ব্যবধানও না-থাকলে সন্ধি বা সংহিতা হয়। যেমন — বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়ঃ। এখানে আ + আ = আ বর্ণ সংহিতা। এখন কোনো কোনো স্থানে সংহিতা করণীয় —

"সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।
সমাসে চৈব সা নিত্যা বাক্যে সা স্যাদ্ বিভাষয়া॥"

একপদে, ধাতু উপসর্গের সঙ্গে ও সমাসে সন্ধি নিত্য অর্থাৎ অবশ্য করতে হবে। এ ছাড়া বাক্যে সন্ধি করা বা না-করা বক্তার ইচ্ছাধীন।

(১২) ধাতু — "ভূবাদয়ো ধাতবঃ" — এই সংজ্ঞা সূত্রে ভূবাদয়ঃ ও ধাতবঃ — এই দুটি পদ আছে। ভূবাদয়ঃ — পদটির ব্যাখ্যা হল — ভূশ্চ বাশ্চ = ভূবৌ। ভূ এবং বা এই দুটির দ্বন্দ্ব সমাস করে ভূবৌ হয়েছে, আদিশ্চ আদিশ্চ = আদী — একশেষ সমাস। ভূবৌ ও আদী শব্দ দুইটি বহুব্রীহি সমাসে দাঁড়ায় — ভূবৌ আদী যেষাম্ = ভূবাদয়ঃ। এখানে আদি দু-বার ধরা হয়েছে। প্রথমটি প্রভৃতি অর্থে, দ্বিতীয়টি প্রকার অর্থে। প্রকার অর্থের আবার দু-ভাগ (ক) ভেদ (খ) সাদৃশ। ফলে সূত্রের অর্থ হল — ভূ প্রভৃতি বা সাদৃশ (ক্রিয়াবাচী) যে শব্দসমূহ সে সব ধাতু সংজ্ঞক হয়ে থাকে। যেমন — ভূ, কৃ, জন্, গম্ প্রভৃতি। ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া।

(১৩) প্রগৃহ্য — "ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্", "অদসো মাৎ" এবং "নিপাত একাজনাঙ্" — সূত্রানুসারে শব্দরূপ ও ধাতুরূপের দ্বিবচনের শেষে অবস্থিত ঈ-কার, ঊ-কার ও এ-কার, অদস্ শব্দের ম-কারের উত্তর ঈ-কার ও ঊ-কার এবং আঙ্ ভিন্ন এক স্বরবিশিষ্ট নিপাতের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। ফলে "প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্" — সূত্রানুসারে সন্ধি নিষেধ। যেমন — হরী এতৌ, অমী ঈশাঃ, ই ইন্দ্রঃ।

(১৪) আম্রেড়িত — "তস্য পরমাম্রেড়িতম্" ৮/১/২ — এই সংজ্ঞা সূত্রটির মধ্যে তস্য, পরম্, আম্রেড়িতম্ — এই তিনটি পদ আছে। আম্রেড়িতম্ — পুনঃ পুনঃ উক্তি। 'সর্বস্য দ্বে' ৮/১/১ — এই অধিকার সূত্র থেকে আম্রেড়িত সংজ্ঞা এসেছে। ফলে "তস্য" এই পদের দ্বারা দ্বে অর্থাৎ দ্বিরুক্তের (দ্বিত্বের) এইরূপ অর্থ বোঝাচ্ছে। অতএব "তস্য পরমাম্রেড়িতম্" সূত্রের সহজ অর্থ হল — দ্বি (দু-বার) উচ্চারিত উক্তির পরের উক্তিকে 'আম্রেড়িত' বলে। যেমন — উপর্যুপরি, অধোঽধঃ এবং অধ্যধি — এই তিনটি দ্বিরুক্তের শেষের অংশ উপরি, অধঃ এবং অধি হল আম্রেড়িত।

(১৫) লোপ — "অদর্শনং লোপঃ"— এটি সংজ্ঞা সূত্র। এখানে অদর্শনম্ ও লোপঃ — এই দুটি পদ আছে। সূত্রটির অর্থ হল — যে-কোনো শব্দের মধ্যে প্রথমে যে বর্ণ ছিল পরে অপর কোনো সূত্রের বলে সেই বর্ণ আর দেখা যাচ্ছে না তাকে লোপ বলে। যেমন — বিষ্ণবিহ, বিষ্ণ ইহ, এখানে প্রথম পদে 'ব' ছিল, সেই 'ব' কার "লোপঃ শাকল্যস্য" সূত্রানুসারে লোপ পেয়েছে। ঐ, 'ব' কার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যদি লোপ না-হয়, তা হলে 'ব' কার আছে। এইভাবে 'অদর্শনম্' বুঝতে হবে।

(১৬) নিপাত — নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন — যে শব্দগুলি নানা অর্থে নিপতিত হয়, তারাই নিপাত। "উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ"। প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ (১/৪/৫৬), চাদয়োঽসত্ত্বে (১/৪/৫৭) — দ্রব্য না-বোঝালে চ, বা, নঞ্, বৈ, স্বধা, ন, যাবৎ, অপি ইত্যাদি এবং প্রাদয়ঃ (১/৪/৫৮) প্র, পরা প্রভৃতি কুড়িটি অব্যয়ও নিপাত। যেমন — অভিনবঃ, প্রতিবন্ধন প্রভৃতি।

(১৭) অনুবৃত্তি — পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে পূর্ববর্তী সমগ্র সূত্রটির অথবা তার অংশ বিশেষের পরবর্তী সূত্রে "উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ" (১/৩/২/)। এর পরবর্তী সূত্র হলন্ত্যম্ (১/৩/৩)-এ পূর্বসূত্র থেকে 'ইৎ' অংশটির অনুবৃত্তি করলে সূত্রটি সম্পূর্ণ হবে।